রাজপথ

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

১১।১০।৪৪

সরস্বতী সাহিত্য মন্দির
সোণারপুর—২৪ পরগণা

'শিখা' সম্পাদক

শ্রীমান বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

কল্যাণবরেষু—

ভাই বিজন,

যে পরিশ্রম স্বীকার ক'রে, গলদঘর্ম্ম হ'য়ে ও ক'রে এই নাটকখানি তুমি আমাকে দিয়ে লিখিয়েছো, একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ পৃথিবীতে এই অসাধ্য সাধন করতে পারতো না।

'রাজপথ' তোমারই জন্য লিখেছি তোমাকেই দিলাম। এর পরে আবার আমাকে ছেলেদের নাটক লিখতে বললে একটি ঘুসিতে আমি তোমার মাথা ভেঙ্গে দেব।

তোমার

'বিধায়ক দা'

এই নাটক যারা অভিনয় করবে
সেই সব কিশোর অভিনেতাদের প্রতি—

আমি তোমাদের জন্য নাটক লিখবো এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, কিন্তু 'শিখা' সম্পাদক শ্রীমান বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (তোমাদের বিজন দা) আমার সেই অগোচর স্বপ্নকে গোচরীভূত করলেন। নাটক হবে অথচ তাতে স্ত্রী ভূমিকা থাকবে না, বাপ থাকবেন অথচ মা থাকবেন না, স্বামী আছে স্ত্রী নেই, ভাই আছেন বোন নেই, এ যে কেমন ক'রে হবে তাই ভেবেই আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। বিজনের হুকুম মতো লিখবার পর দেখলাম তাও হয়, ভাল হয় কী মন্দ হয় তা' জানিনে, তবে হয়। যাঁরা তোমাদের জন্য নাটক লেখেন তাঁদের চাইতে আমার নাটক যে খারাপ হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবে তোমরা যদি 'রাজপথ' অভিনয় করে সুনাম ও আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারো—তাহলে খুসী হবো; এবং তোমরা ভাল অভিনয় করেছো জানতে পারলে, অর্থাৎ তোমাদের চিঠি পেলে আমি আবার তোমাদের জন্য কলম ধরবো, নইলে তোমাদের জন্য এই আমার প্রথম আর শেষ নাটক।

আর একটা কথা, প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত আশু বন্দ্যোপাধ্যায় বইখানির মলাটের ছবিটি এঁকে দিয়েছেন বলে বইখানি মর্য্যাদা পেয়েছে। তোমরাও খুসী হয়েছে নিশ্চয়! অতএব তোমাদের ও আমার মিলিত ধন্যবাদ তাঁকে নিবেদন করলাম।

তোমরা আমার আন্তরিক ভালবাসা ও কল্যাণ-কামনা গ্রহণ করো।

১৭ বোসপাড়া লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য।

'রাজপথ' যারা অভিনয় করবে

সেই সব অভিনেতা ভাইদের

আর 'শিখা'র ছোট ভাইদের প্রতি—

বিধায়কদার যেমন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল তোমাদের জন্যে নাটক লেখবার, তার চেয়েও অগোচর ছিল আমার ওঁরই লেখা তোমাদের জন্যে নাটক প্রকাশ করবার। কিন্তু সে সৌভাগ্যও আমার হয়েছে শুধু উনি আমায় সবচেয়ে বেশী স্নেহ করেন ছোট ভাই বলে।

'রাজপথ' বিধায়কদা আমাকে স্নেহ-উপহার দিয়েছেন, এই উপহার আমি ওঁর কাছ থেকে হাসি মুখে নিলাম; কিন্তু এই নাটকখানা তোমাদের জন্যে আমি ওঁকে দিয়ে লিখিয়েছি, তাই এই স্নেহ উপহার প্রকৃত পাবার যোগ্য একমাত্র তোমরাই। অতএব আমি তোমাদের হাতেই দিলাম; আশাকরি তোমরা এই উপহারের যোগ্য সম্মান দেবে ভাল ভাবে অভিনয় করে।

এইবার একটা কথা বলি—আমার বোনেদের (যাদের অভিনয় করবার ইচ্ছে আছে—তাদের)। তোমরা আমায় 'স্বার্থপর' বলেছ। কারণ আমি তোমাদের অভিনয় করবার মত কোন বইয়ের ব্যবস্থা করিনি বলে। কিন্তু ভাই আর বোন সকলেই আমার কাছে সমান প্রিয়। বেশ, আমি তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করছি তোমাদের উপযুক্ত একখানা নাটক আমি বিধায়কদাকে দিয়ে আবার জোর করে লিখিয়ে প্রকাশ করবো।

তোমরা ভাবছো বুঝি কথাটা মিথ্যে বল্লাম নয়? কারণ বিধায়কদা বলেছেন—এরপর আবার আমি যদি ছেলেদের নাটক ওঁর কাছে থেকে চাইতে যাই তো আমার মাথা ভেঙ্গে দেবেন। কিন্তু মজা কি জান?—আমি তো আর ছেলেদের জন্যে এবারে যাচ্ছি না, এবারে যাচ্ছি মেয়েদের অর্থাৎ আমার প্রিয় বোনেদের নাটকের জন্যে। অতএব তা' উনি দেবেনই। আর তা' ছাড়া ভাই-বোনেদের জন্যে আমি সব সময়েই হাসি মুখে মৃত্যুকে বরণ করতে প্রস্তুত।

ছেলেবেলায় একটু দোষ করলেই বাবা বলতেন—"ফের যদি করবি তো তোর মাথা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেব।" কিন্তু বাবার ঐ তিরস্কারের পরও বহুবার ওর থেকেও গুরুতর দোষ করেছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন দিনই তিনি আমার মাথা ভাঙ্গেন নি। কেন জান?—এ তিরস্কার হচ্ছে তাঁর স্নেহের, তাই। তেমনি বিধায়কদা জীবন ভোর তাঁর এই ছোট ভাইকে ঐ রকম স্নেহ মাখান তিরস্কারই করে যাবেন, বাবার মত মাথা আমার উনি কোন দিনই ভাঙ্গবেন না। আর যদি সত্যিই কোন দিন ভাঙ্গেন, তো আমার মাথা ভাঙ্গাবার আগেই ওঁর অন্তরই ভেঙ্গে যাবে।

আর শেষে আর একটা কথা বলি যে, আমার খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী আশুদা তাঁর ছোট ভাইয়ের এই স্নেহ উপহারটাকে আরো লোভনীয় করে তুলেছেন, এই উপহারটীর ওপরে স্নেহের তুলির আঁচড় দিয়ে।

সোনারপুর লজ
২৪ পরগণা
১লা আশ্বিন—১৩৪৭।

তোমাদের চির শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীবিজন কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

চরিত্রলিপি

অজিত—
শ্যামল— } তিন বন্ধু
হরেন—

ফেরিওয়ালা—

প্রৌঢ়—

ছোকরা—

চোর—

জ্যোতিষী—

পাগল—

বৃদ্ধ—

স্থান—কোলকাতার কোন একটি পথের পাশে বারান্দা। সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে ন'টা।

বিধায়কবাবুর লেখা

যে দু'খানা বই

আমরা শীঘ্রই

বার করবো

পুরুষ ভূমিকা বর্জ্জিত

একখানি মেয়েদের

নাটক

দাম হ'বে ছ' আনা

ছেলেমেয়েদের জন্যে

একখানা

গল্পের

বই

দাম হ'বে ছ' আনা

রাজপথ

[অজিত আর শ্যামল দুই বন্ধু। তারা দুজনেই এবার ম্যাট্রিকুলেশন দেবে। দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল তারা দুজনে একটি বারান্দায় বসে গল্প করছে। বারান্দাটি হচ্ছে অজিতেরই বাড়ীর বারান্দা, কোলকাতার কোন একটি রাস্তার উত্তর। তারা যেখানে বসে আছে, তার সামনেই গ্যাসালোকিত রাস্তায় নানারকমের লোক চলাচল করছে। অজিত আর শ্যামল যখন কথা কইবে তখনও মাঝে মাঝে এই লোক চলাচল দেখাতে হবে।]

অজিত—বেশ গরম প'ড়ে গেছে। সন্ধ্যে হ'য়ে গেল, তবু এখনো তাপ রয়েছে, দেখেছিস ?

শ্যামল—হুঁ ! ঠিক আমাদের হেড্ পণ্ডিত মহাশয়ের রাগের মত না ?

অজিত—কি রকম ?

শ্যামল—তিনিও ক্লাসে আমাদের উপর রেগে গিয়ে ঘন ঘন নস্যি নিতে থাকেন, তারপর রাগটা থামলেও পাঁচ সাতদিন নস্যি টানার বেগটা থামেনা।

অজিত—ঠিক। তুই আজকাল উপমা দিয়ে কথা কইতে সুরু করেছিস শ্যামল ; সাবধান হওয়া দরকার।

শ্যামল—অকারণে সাবধান হতে যাবো কেন ?

অজিত—কারণ ম্যাট্রিকের পেপারে ও উপমার কদর কেউ করবেনা, কদর হবে কলেজ ম্যাগাজিনে, তারও বছর খানেক দেরী আছে।

শ্যামল—তা থাক্। এখন থেকেই প্র্যাক্‌টিশ্ করে রাখছি, একেবারে কলেজে গিয়েই বিস্ময়ের জাল বুনবো।

অজিত—তুই আশাবাদী।

শ্যামল—নিশ্চয়। আশাবাদী হওয়ার মত ভাল কাজ আর পৃথিবাতে নেই।

[একজন ফেরিওয়ালার প্রবেশ]

ফেরিওয়ালা—আলুর দম...পাঁঠার ঘুগনী...

অজিত—কিন্তু আশা ক'রে থাকার কত বিপদ তা জানিস ?

শ্যামল—ছ্যাখ অজিত, তুই ক্লাসের ফার্ষ্টবয়, তুই আমাদের সব কথা বুঝবিনে।

অজিত—কেন, কি এমন মহাপাপ করেছি, যে তোর কথাটা বুঝতে আমার বাধবে! বলি, তুইতো বাংলাতেই কথা কইছিস!

শ্যামল—হ্যাঁ। কিন্তু বাংলাতে কথা কইলেই বাঙালীর কথা

হয়না। সেদিন হেডমাষ্টার মশায় এই কথাটাই ক্লাসে বোঝাচ্ছিলেন মনে নেই?

অজিত—হুঁ। তবে—

ফেরিওয়ালা—আলুর দম দেব বাবু, আলুর দম?

অজিত—না।

ফেরিওয়ালা—দিইনা বাবু এক পয়সার দম!

শ্যামল—কেন বাপু আমরা বসে আছি বলে কি তুমি মনে করেছো আমাদের দম ফুরিয়ে গেছে? তাছাড়া তোমার ওই একপয়সার দমে কতক্ষণ চলবে?

ফেরিওয়ালা—আজ্ঞে ভাল দম—

শ্যামল—ভাল দম—মন্দ দমের কথা হচ্ছেনা, মোট কথা এখন আমাদের দমের দরকার নেই। পথ দেখ।

ফেরিওয়ালা—তবে কি এক পয়সার পাঁঠার ঘুগ্‌নি দেব?

শ্যামল—না, তারও দরকার নেই। আর কিছু আছে?

ফেরিওয়ালা—আজ্ঞে না বাবু।

শ্যামল—এবার কি যাবে?

ফেরিওয়ালা—আজ্ঞে হ্যাঁ। (মোট মাথায় তুলিয়া) চাই আলুর দম পাঁঠার ঘুগনি......চাই...ই আলুর দম... পাঁট্টার ঘুগ্‌নি........ [চলিয়া গেল]

অজিত—উৎপাত!

রাজপথ

শ্যামল—হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম—

[একজন প্রৌঢ় লোকের প্রবেশ! মাথায় টাক, বগলে ছাতা, মুখ মণ্ডল দাড়ি গোঁফ সমাচ্ছন্ন]

প্রৌঢ়—অনাদিবাবু এখানে কোথায় থাকেন বলতে পারো বাবা ?

অজিত—কে অনাদিবাবু ?

প্রৌঢ়—খিদিরপুর ডকে কাজ করেন, আমাদের বেণীপুরের অনাদিবাবু। চেনোনা তাঁকে ? সেকি !

শ্যামল—নম্বর কত বাড়ীর ?

প্রৌঢ়—তাতো জানিনে।

অজিত—রাস্তার নাম জানেন তো ?

প্রৌঢ়—না।

শ্যামল—তবে আর খুঁজে পেয়েছেন। কোথায় তিনি থাকেন না জানলে মিছে খুঁজে মরছেন কেন ?

প্রৌঢ়—কেন, তিনিতো বেশ নাম করা লোক। ডকে—

শ্যামল—ডকের নামকরা লোককে ডকে উঠে খোঁজ করুন, সহরে তাঁকে পাবেন না।

অজিত—টাকা পাবেন বুঝি ?

প্রৌঢ়—হ্যাঁ, যৎসামান্য কিছু পাব বই কি ? অনাদি—

শ্যামল—তবে তাঁর আদি অন্ত পাওয়া আরও শক্ত। বাড়ী

চলে যান। কোলকাতা সহরে অমন ভাবে কোন লোককে খুঁজে পাওয়া যায়না।

প্রৌঢ়—(উদভ্রান্তের মত) না না তাকি হয়--ডেকে কাজ করে, নাম কবা লোক—খুঁজে পাবোনা কী রকম......

(প্রস্থান)

[অজিত ও শ্যামল হাসিতে লাগিল]

অজিত—লোক ঠকাবার হাজার ফিকির...আশ্চর্য্য! গেঁয়ো লোক, বেচাবা টাকা দিয়ে বোকা হ'য়ে গেছে।

শ্যামল—খুব স্বাভাবিক।

[একটি ছোকরার প্রবেশ। রুক্ষ চুলগুলি ব্যাক ব্রাশ করা। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ কী যেন ভাবিযা পরে অজিত ও শ্যামলের দিকে আগাইয়া আসিল]

ছোকরা—একটা কথা বলবো স্যার?

অজিত—বল!

ছোকরা—যদি রাগ না কবেন তবে বলি।

শ্যামল—বলই না।

ছোকরা—কথাটা আমার একবাবেই বলবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু না বললেও চলছেনা। অথচ বললেও আপনারা রাগ করবেন।

শ্যামল—রাগ যে করবোই এমন কথা তোমায় কে বললে ?

ছোকরা—কেউ বলেনি। কিন্তু আমার কথা শুনলে রাগ আপনাদের করতেই হবে, না করলে অন্যায় হবে।

অজিত—হবে এমন কথা তুমি নাইবা বললে ?

ছোকরা না বললে যে আমার ক্ষতি হবে !

শ্যামল—তবে অনর্থক নিজের ক্ষতি না ক'রে কথাটা বলেই ফেল।

ছোকরা—বলি তবে ?

অজিত—বল !

ছোকরা—আমায় একটা পয়সা দেবেন ?

[অজিত ও শ্যামল অবাক হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিল]

অজিত—পয়সা চাও !

ছোকরা—আজ্ঞে হ্যাঁ, পয়সা চাই।

শ্যামল—বেশ নতুনত্ব করেছ তো ?

ছোকরা—আজ্ঞে নতুনত্ব না করলে আপনারা পয়সা দেবেন কেন ?

শ্যামল—হুঁ। তুমি এত বড় জোয়ান ছেলে, চাকরী করতে পারোনা !

ছোকরা—আপনি দেবেন ? আপনার বাড়ীতে খালি আছে কোন কাজ ?

শ্যামল—আমি কেন? অন্য কত জায়গাতো রয়েছে। চেষ্টা করে দেখনা!

ছোকরা—তাহলে চাকরীর কথা বাদ দিন। যার কাছে যাই, সেই বলে চাকরী ক'রে খেতে পারোনা,কিন্তু তাঁদের নিজেদের বাড়ীতে চাকরী নেই,অন্য জায়গায় চেষ্টা করতে বলেন। থাক, সে সব বাজে কথা, দিন—একটা পয়সা দিন—চলে যাই।

অজিত—কোথায় থাকা হয়?

ছোকরা—বদন বিশ্বেসের গলিতে।

শ্যামল—আর কে আছে তোমার?

ছোকরা—আমার আবার কে থাকবে? আমি নিজে আছি, আর আছে অধিকারী আর তার দল।

শ্যামল—দল মানে?

ছোকরা—দল মানে দল। যাত্রার দল।

অজিত—ও! এতক্ষণে বুঝেছি। তুমি তবে যাত্রার দলের ছেলে?

ছোকরা—আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা পয়সা দিন!

শ্যামল—সেখানে মাইনে পাও না?

ছোকরা—ওঃ! আপনারা স্যার আমার মাথা ধরিয়ে দিলেন! মাইনে পেলে কেউ কি আর পয়সা চায়? আমি সেখানে এ্যাপ্রেন্টিস্ আজ ছ' বছর থেকে। কেষ্ট

সাজি, কালি সাজি, ছুপুরে খাই, সে খাওয়ার কথা আর নাইবা বল্লাম স্যার, রাত্রে চার পয়সা পাই জলপানি।

অজিত—বেশতো, আর একটু পরেইতো বাসায় গিয়ে জলপানির পয়সা পাবে।

ছোকরা—না, আজ্‌কে পাবোনা।

শ্যামল—কেন?

ছোকরা—দুপুর বেলায় যখন ভাত দেয়, তখন আমি রান্নাঘরে ছিলাম। দেখলাম ঠাকুর সেদ্ধ-ভাতের মধ্যে থেকে একটা মরা আরশুলা বেছে ফেলে দিলে। আমি বল্লাম "ও ভাত আমি খাবোনা।" অধিকারী চটে গিয়ে হুকুম দিলেন-"বেশ খেয়োনা, আজ তোমার জল পানিও বন্ধ।"

অজিত—আহা! তবে তো আজ তোমার খাওয়া হয়নি সারাদিন।

ছোকরা—নাঃ। একটু আগে একটা লোকের কাছে পয়সা চেয়েছিলাম, তা' এমন মারলে, এই দেখুননা গালে কি রকম দাগ হয়ে গেছে। লোকটার গায়ে জোর খুব! তাই ঠিক করেছি সোজাভাবে পয়সা চাইলে যখন মার খেতে হয়, তখন বাঁকা ক'রে চাওয়াই ভাল।

শ্যামল—(পকেট হইতে আনি বাহির করিয়া) এই নাও, আমি তোমায় চারটে পয়সা দিচ্ছি।

ছোকরা—তাহ'লে আজকের জলপানিটা আপনিই দিলেন!

শ্যামল—হ্যাঁ।

ছোকরা—আচ্ছা তাহ'লে আসি স্যার। আপনারা বড় ভাল।

[চলিয়া যাইতেছিল]

অজিত—ওহে শোন—শোন! তোমার আর কে আছেন বল্লে?

ছোকরা—আমার? আমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। বাবা আর মা আমার ছেলে বেলাতেই পটল তুলেছে। লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে কাজ কর্ম্ম ক'রে মার ধোর খেয়ে কোন রকমে চলতো, তারপর এই যাত্রাদল আমাদের গাঁয়ে যেতেই ওদের সঙ্গে চলে এলাম। এখানেও মারধোর খেয়ে এক রকম ভালই আছি। আচ্ছা আসি স্যার।

[প্রস্থান]

অজিত—Poor Soul!

শ্যামল—সারাটা জীবন পরের কাছে হাত পাতবে, মার খাবে, হাসি মুখে গান গেয়ে ভূতের মত খাটবে, এক বেলা খাবে—এক বেলা খাবে না, শেষকালে মরবে হয়ত বিনা চিকিৎসায় ফুটপাথের ধারে—An unrecognised

unlamented death! And this is India our Motherland!

অজিত—তুই উত্তেজিত হয়েছিস শ্যামল।

শ্যামল—হ্যাঁ, তা একটু হয়েছি। যদিও উত্তেজিত হ'য়ে কোনই লাভ নেই-জানি।

অজিত—অতএব অন্য কথা ভাবো। সব দেশেই এরা আছে, সব যুগেই থাকবে, এদের জন্য ভাবতে গেলে নিজের জন্য ভাবাটা ছেড়ে দিতে হয়—এবং সেটা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়, কেননা আত্মানং সততং রক্ষেৎ।

শ্যামল—তুই বুঝতে পারছিস নে অজিত, তুই নিজে বড় লোকের ছেলে রূপোর চামচে মুখে ক'রে জন্মেছিস। কিন্তু আমার ঠিক তা নয়। গ্রামে আমার মা বাপ আর ছোট ভাই বোনেরা আমার মুখ চেয়ে বসে আছে, দাদা কবে পাশ করবে, কবে চাকরী করবে, কবে আমাদের দুঃখ ঘুচবে! নইলে এখানে বড়লোক মামার বাড়ীতে থেকে পড়ি বলে, তুই কি মনে করেচিস আমি খুব সুখে আছি?

অজিত—তোর একটা বড্ড দোষ, মানুষকে কথায় কথায় তুই ভুল বুঝিস। আমি কি তাই বলেছি? আমি বলেছি

যে ওই যাত্রাদলের ছেলেটার কথা ভেবে অনর্থক মন খারাপ ক'রে লাভ কী ?

শ্যামল—তা বটে। কিন্তু ওই যাত্রাদলের ছেলেটার সঙ্গে আমাদের গ্রামের দুঃখ-কষ্টের মিল আছে ভাই! যাই হোক সে কথা যাক, পড়াশুনার কথা বল্!

অজিত—হ্যাঁ সেই ভাল। অঙ্কটা আমার হ'য়ে যাবে, আমি ভয় করছি ইংরেজীর জন্য।

শ্যামল—আমার ইংরেজী হয়ে যাবে, কিন্তু ভয় অঙ্কের জন্য।

অজিত—কিন্তু অপরেশ কী রকম তৈরী করেছে জানিস? ও এবার নির্ঘাৎ স্কলারশিপ নেবে। অবিশ্যি স্কলারশিপ পাবার তোরও চান্স রয়েছে।

শ্যামল—হ্যাঁ সেইটেই সুবিধে। কেননা জীবনের সব চান্সগুলো চান্সই থেকে যায়—ফলেনা।

অজিত—কিন্তু হেড্‌মাষ্টার মশায় বলছিলেন—

শ্যামল—আমার প্রতি স্নেহাধিক্যে তিনি আবোল-তাবোল বকছিলেন। তার মধ্যে আশা আছে, আশ্বস্তি নেই।

[গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে একজন ভিখারীর প্রবেশ]

—গান—

মনরে আমার চল্‌রে বৃন্দাবন—
সেথা ব্রজের রাখাল বাজায় বেণু
চরায় ধেনু সখাগণ।
নীল যমুনার কালো কোলে
তমাল শাখার ছায়া দোলে
তাই গৃহ কাজে মন সরে না
রাধার ঝরে দু'নয়ন—
মনরে আমার চলরে বৃন্দাবন॥

গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল

অজিত—চমৎকার গান।

শ্যামল—সত্যিই চমৎকার।

অজিত—কী জীবন আমাদের দেশে এই বৈরাগীর। সংসারের ধার ধারে না, খাওয়া পরার তোয়াক্কা নেই,—রাত দিন ভগবানের নাম করছে। তুমি পয়সা দিলে তো দিলে, না-দিলে নাই দিলে কিছুতেই দুঃখ নেই।

শ্যামল—উঁহু, তোদের সহরের বৈরাগীকে অত সরল ভাবিসনি। সহরের লোকের কাছ থেকে ভিক্ষে নিয়ে ওকে বাঁচতে

হয়, অতএব ভিক্ষাবৃত্তিতে কিছু চালাকী না মেশালে যে ভিক্ষে পাওয়া যায় না—এটা ও বেশ জানে।

অজিত—বিশ্বাস করলাম না।

শ্যামল—ঠেকে একদিন বিশ্বেস করবে। আমি অমন অনেক দয়া করেছি। কিন্তু তক্ষুণি দেখেছি—আমি ঠকেছি। ফুট-পাথের ওপর দেখেছি ঘোমটা দেওযা বিধবা মেয়ে, কোলে তার শিশু সন্তান, হাত পেতে বসে আছে। পয়সা দিয়েছি, সন্ধ্যার সময় সেখান দিয়ে বাড়ী ফেরবার মুখে দেখেছি—তার ভেতর কী প্রতারণা! মানুষের মনে দয়া জাগানো একটা বড় আর্ট। তোদের সহরের ভিখিরিগুলো তা জানে। তার চেয়ে যাত্রাদলের ছেলেটা ঢের ভাল।

অজিত—হবে। ভাল ছেলে, তোর সঙ্গে ত তর্কে পারবো না, অতএব স্বীকার ক'রে নেওয়াটাই মঙ্গল।

[এক দল লোক হৈ হৈ করিতে করিতে প্রবেশ করিল। একটি ১৮।১৯ বছরের ছেলেকে সকলে মিলিয়া মারিতেছে, দুইজন লোক তাহার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়াছে।]

১ম লোক—বল্ ব্যাটা চ্ছেলে আর চুরি করবি ?

২য় লোক—কথা কইছে না। জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব। বল্ আর চুরী করবি ?

চোর—তা' কী ক'রে বলবো ?

৩য় লোক—শোন কথা! ব্যাটা পাকা চোর, নইলে এমন মুখের ওপর ফট্‌ফট্‌ ক'রে জবাব দেয় ? হারামজাদা, আর চুরী করবি ?

চোর—দরকার হ'লে আবার চুরী করবো !

৪র্থ লোক—বাপরে বাপ! এ ব্যাটা কিছুতেই যে ভয় পায় না গো! বলে কিনা দরকার হ'লে আবার চুরী করবো ! চল্‌ থানায় !

চোর—চলো।

শ্যামল—Wonderful.

অজিত—অমনি ভাল লেগে গেল ! চোরের কথাও ভাল লাগে ?

শ্যামল—হ্যাঁ। কথার মত কথা হ'লে চোরের কথাও ভাল লাগে ! নিশ্চয় কিছু একটা রহস্য আছে। আয় জিগ্যেস ক'রে দেখি।

[শ্যামল ও অজিত বারান্দা হইতে নামিয়া আগাইয়া আসিল]

শ্যামল—ওহে, তুমি তো বলছো দরকার হ'লেই চুরী করবে। কিন্তু কেন তোমার দরকার হবে তাতো কিছু বললে না !

চোর—কেন দরকার হবে না, আগে সেই কথা বলুন ! আমার ঘরে অন্ধ বাপ, বুড়ী মা ; বাড়ী থেকে এক পা নড়তে

পারেন না। আমি তাঁদের একমাত্র ছেলে; আমিই তো তাঁদের খাওয়াবো!

শ্যামল—নিশ্চয়! কিন্তু তাই বলে চুরী ক'রে খাওয়াবে?

চোর—আর কী ভাবে খাওয়াতে পারি তা বলুন!

শ্যামল—আর কোন উপায় নেই?

চোর—না!

শ্যামল—তুমি লেখাপড়া শেখোনি কেন?

চোর—লেখাপড়া! (হাসিল) আমি যদি বলি আমি 'ম্যাট্রি-কুলেট', আপনি বিশ্বাস করবেন?

শ্যামল—কেন করবো না?

চোর—পাশ ক'রে কোথাও চাকরী পেলাম না। ফেরিওয়ালা হ'য়ে দেখেছি—ভদ্রলোক দেখলে আর কেউ কেনে না! জুতো সেলাই করবার চেষ্টা করেছি—সেই সমস্যা ভদ্রলোক! আজ চুরী করতে গিয়ে বুঝলাম, ম্যাট্রি-কুলেট হ'লে চোরও হওয়া যায় না।

১ম লোক—তবে চুরী করতে কেন গিয়েছিলি হারামজাদা?

চোর—আপনার ব্যাগে অত টাকা থাকতে—আমাকে একটা পয়সা দিলেন না কেন?

১ম লোক—পয়সা তোর বাবার—না?

চোর—বাবার পয়সা নেই বলেই তো ছেলে পয়সার চেষ্টা

করতে গিয়ে মার খেলো। কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর আমার পিতৃশ্রাদ্ধ করবেন না। থানায় যাবেন তো চলুন!

২য় লোক—থানায় নিয়ে গিয়ে কোন লাভ নেই। এ ব্যাটার লাজ-লজ্জা কিছু নেই।

১ম লোক—যা ব্যাটা যা। খুব বেঁচে গেলি!

[আরও দু চার ঘা দিয়া সকলের প্রস্থান। চোর মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। উঠিয়া লোক গুলির যাওয়ার পথের দিকে চাহিয়া কাপড়ের খুঁট দিয়া চোখ দুটি একবার মুছিল। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেল।]

অজিত— একি শ্যামল! তোর চোখে জল কেন?

শ্যামল—(চোখ মুছিয়া) না, অজিত! ওই চোরটা কাঁদছিল কিনা,—তাই—;

অজিত—চোরের জন্য কান্না! নূতনত্ব বটে!

শ্যামল—কী করবো ভাই, কান্না যুক্তি মানেনা।

অজিত—তা বটে। কিন্তু এবার ওঠা দরকার রাত হয়েছে।

শ্যামল—তা হোক একটু রাত। আমার এই রাস্তার ধারে বসে থাকতে ভারী ভাল লাগে। এই বিচিত্র জীবন-যাত্রা।

একই পথ বেয়ে ছুটে চলেছে সব লোক বিভিন্ন লক্ষ্যে। কেউ যাচ্ছে দেবী দর্শনে. কেউ যাচ্ছে চুরী করতে, কেউ যাচ্ছে রেস্তোঁরায়, কেউ যাচ্ছে শ্মশানে; Cosmopolitan শব্দটার অর্থ এখানে বসে থাকলে যতটা বোঝা যায় এমন আর কোন খানে না।

[হরেনের প্রবেশ]

হরেন—এই যে! ছুটিতে বসে পরামর্শ চলছে! ভাল ছেলের কথাই আলাদা। পড়া করিস্ আর নাই করিস্ ফার্ষ্ট আর সেকেণ্ড তোরা হবিই।

অজিত—কোথায় গিয়েছিলি হরেন?

হরেন—গিয়েছিলাম সিনেমায়। নতুন একটা ছবি এসেছে গেবেল-ক্রফোর্ডের। বাস্তবিক বেশী পয়সা দেওয়া সার্থক, কী Direction, কী acting, কী Story value, কী tempo. ওরা যেন যাদু জানে। আর আমাদের দেশের ছবিগুলো,-সেই এক ঘেয়ে প্যানপেনে বস্তা গল্প। ধ্যাৎ! ঘেন্না ধরে গেল!

অজিত—তুই আজকাল খুব ছবি দেখছিস্ বুঝি?

হরেন—আজকাল মানে চিরকালই দেখি। ওদের দেশের জীবন যাত্রা যেমন Free তেমনি ওদের চিন্তাও খুব ফ্রী, এই সব জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার।

শ্যামল—হ্যাঁ নিশ্চয় পরিচিত হওয়া দরকার। তাতে নিজেদের দেশ সম্বন্ধে লজ্জিত হবার একটা সুযোগ পাওয়া যায়।

হরেন—কী বলছিস ?

শ্যামল—না, কিছু না।

[একজন বাঙালী জ্যোতিষীর প্রবেশ।]

জ্যোতিষী—বাবুরা কি ভাগ্য গণনা করবেন ?

শ্যামল—আজ্ঞে না।

জ্যোতিষী—ভূত-ভবিষ্যৎ যা কিছু জানতে ইচ্ছা করেন, আমি তা সবই বলে দিতে পারি।

শ্যামল—আশ্চর্য্য ক্ষমতা আপনার। কিন্তু আপাততঃ ভাগ্য গণনায় আমাদের স্পৃহা নেই।

জ্যোতিষী—সামান্য কিছু পেলেই আমি আপনাদের পরীক্ষার ফল বলে দিতে পারি।

অজিত—না।

হরেন—ওদের পরীক্ষার ফল আপনাকে বলতে কেন ? আমিই বলে দিচ্ছি শুনুন। (শ্যামলকে দেখাইয়া) এ হবে ফার্ষ্ট, আর (অজিতকে দেখাইয়া) এ হবে সেকেণ্ড ; কিন্তু আমি কী হবো সেইটে বরং আপনি আমার হাত দেখে বলে দিন। (হাত পাতিল)

জ্যোতিষী—(হাত খানি হাতে লইয়া) আপনি সুখী হবেন।

হরেন—বলাই বাহুল্য। আমার বাপের অনেক টাকা, এবং আমি যখন তাঁর একমাত্র ছেলে তখন আমার সুখী হওয়া কেউ আটকাতে পারে না। অন্য কি দেখছেন?

জ্যোতিষী—আপনি কলা বিদ্যার অনুরাগী!

হরেন—এটাও নতুন নয়। কারণ একটু আগেই আপনি আসতে আসতে শুনতে পেয়েছেন যে আমি সিনেমা থেকে ফিরছি। আমার পরীক্ষার খবর কী তাই বলুন।

জ্যোতিষী—আপনি ফেল করবেন।

হরেন—এঁ্যা!

জ্যোতিষী- আপনার পরমায়ু রেখা খুব খারাপ। দু'চার বছরের মধ্যেই আপনার মৃত্যু হ'তে পারে।

হরেন—খেয়েছে! ওরে শ্যামল! এ লোকটা বলে কি?

শ্যামল—ওরা এই রকমই বলে।

জ্যোতিষী—না-না সেকি! মৃত্যু সংবাদ কি আর মিথ্যে ক'রে বলতে পারি! দু চার বছরের মধ্যেই ট্রেণ সঙ্ঘর্ষে আপনার মৃত্যু হবে।

হরেন—চার বছরের মধ্যে যদি ট্রেণে না চাপি?

জ্যোতিষী—তবে যে কোন সঙ্ঘর্ষে, এমন কি রিক্সা সঙ্ঘর্ষেও আপনার জীবনাবসান ঘটবে।

হরেন—এর কোন প্রতীকার নেই ?

জ্যোতিষী—দেখুন, এসব হ'ল গিয়ে গ্রহের কোপ। গ্রহশান্তি করাতে হবে।

হরেন—তা কী পরিমাণ খরচ করলে গ্রহ শান্ত হবেন অর্থাৎ ট্রেণ উল্টে দেবেন না ?

জ্যোতিষী—আপনার নামে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করতে হবে, একটি নবগ্রহ কবচ আপনাকে ধারণ করতে হবে।

হরেন—বুঝেছি। খরচের কথাটা এবার বলুন।

জ্যোতিষী—তা' খুব কম ক'রে করলেও টাকা পাঁচেক লাগবে বৈকি !

হরেন—টাকা পাঁচেক ? (ব্যাগ খুলিয়া) এই নিন পাঁচ টাকা।

জ্যোতিষী—আপনার নাম, গোত্রটা বলুন।

হরেন—কোন দরকার নেই। যে গ্রহ উপরে বসে ক্রমাগত 'মেল' উল্টে দিচ্ছেন, তাঁকেই ঠাণ্ডা করুন, তাহ'লেই একগাদা লোক বাঁচবে, আমিও মরবো না।

জ্যোতিষী—আপনার উদার প্রাণ ! আচ্ছা তাই হবে। তা' প্রসাদ কোন ঠিকানায় দিয়ে আসবো ?

হরেন—যে কোন লোককে দেবেন, কিম্বা আপনি নিজে খেলেও ক্ষতি নেই। আপনাদের খাওয়াই আমার খাওয়া।

জ্যোতিষী—জয় হোক। আজ তাহ'লে আসি ?

হরেন—শুধু আজ কেন ? এখন কিছুদিনের জন্য আসুন।

[জ্যোতিষীর প্রস্থান]

শ্যামল—এ ধরণের বিশ্বমৈত্রীত্বের মানেটা কী জানতে পারি ?

হরেন—হ্যাঁ। ওকে এক সঙ্গে পাঁচটা টাকা দিয়ে দিলাম যাতে আর দিন পাঁচেক ওকে আর এই উঞ্ছবৃত্তি করতে না হয়। এটা ওর পক্ষেও যেমন কষ্টকর, আমাদের পক্ষেও তাই।

অজিত—হায়রে ! এই মুহূর্ত্তের জন্য যদি জ্যোতিষী হতাম ?

হরেন—তার জন্যে অনুতাপ করতে থাকো। আমি এখন চলি, অনেক রাত্তির হ'য়ে গেছে। Good Night !

অজিত ও শ্যামল—Good Night !

[হরেনের প্রস্থান]

অজিত—শ্যামল ! ওঠা যাক্।

শ্যামল—আর একটু। বেশ লাগছে। রাত্রি বেলায় কোলকাতার রাস্তার এই বিচিত্র রূপ এর মধ্যে যেন একটা রোমাঞ্চ আছে।

অজিত—কাব্য করলে অনেক কথাই বলা যায়।

শ্যামল—হ্যাঁ। তা যায়।

অজিত—বেশ তো, কাব্য-কথা বলার জন্য কাল না হয় আবার বসা যাবে। আজ রাত্তির হ'য়ে গেছে।

শ্যামল—আচ্ছা।

[দুজনে উঠিতে যাইবে, এমন সময় প্রবেশ করিল, একটি লোক তাহার পোযাক পরিচ্ছেদ প্রকৃতিস্থতার ছাপ নাই। সমস্তই আগোছালো]

লোক—আচ্ছা, মশায় যুদ্ধের খবর কী ?

শ্যামল—বলতে পারিনে।

লোক—Latest news কিছু জানেন না ?

শ্যামল—না।

লোকের—আচ্ছা মোহনবাগান এই যে এরিয়ান্সের কাছে হেরে গেল, এর মধ্যে গোপন কথা কিছু আছে ?

শ্যামল—জানা নেই।

লোক—শুনছি নাকি এবার ডার্বি সুইপ হবে না !

অজিত—(শ্যামলকে চুপি চুপি) একেবারে বদ্ধ। (লোককে) জানিনে।

লোক—বাঙালী সৈন্য তৈরী হবে ?

অজিত—হ'তে পারে।

লোক—আচ্ছা, নিউথিয়েটার্সের এবার আগুণে কত ক্ষতি হয়েছে জানেন কিছু ?

অজিত—না। চল্ শ্যামল !

শ্যামল—চল্‌!

[উভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিল]

লোকে—আর একটা কথা 'আলোছায়া' ভাল হয়েছে না 'শুকতারা' ভাল হয়েছে ?

অজিত—দুটোই ভাল হয়েছে।

লোক—আপনাদের দুজনের মধ্যে কার গায়ের জোর বেশী ?

শ্যামল—আমার। দেখতে চান ?

লোক—না! আমি যাই। কিন্তু আমার সব কথার জবাব কেউ দিতে পারছেনা। মুস্কিল হলো দেখছি। [প্রস্থান

[অজিত ও শ্যামল হাসিতে লাগিল]

অজিত—লোকটা সত্যিই পাগল না ?

শ্যামল—নাও হ'তে পারে। পাগল নয়, অথচ পাগলের মত কথাবার্ত্তা কয়, সহরে এমন লোকের অভাব নেই।

অজিত—এই লোকগুলোই কিন্তু ভয়ঙ্কর !

শ্যামল—নিশ্চয়।

অজিত—পথের পাশে বসে থাকলে কত রকমের লোকই যে দেখা যায়, তার ঠিক নেই।

শ্যামল—অভিজ্ঞতা লাভ করা গেল, মন্দ কি ?

অজিত—তা বটে। কিন্তু এবার বিদায় নেওয়ার দরকার হ'য়ে

পড়েছে। কেননা রাত্রি হয়েছে। কাল সন্ধ্যা বেলায় বরং আবার বসা যাবে; কি বলিস?

শ্যামল—আমার আপত্তি নেই।

অজিত—আচ্ছা শুভরাত্রি!

শ্যামল—শুভরাত্রি।

[উভয়ে চলিয়া যাইবে এমন সময় প্রবেশ করিল একটি নিম্ন শ্রেণীর মজুর, যথেষ্ট বয়স হইয়াছে চোখে কম দেখে, সে আসিয়া ধীরে ধীরে ইহাদের কাছে দাঁড়াইল]

শ্যামল—কা হে? কিছু বলবে?

বৃদ্ধ—হ্যাঁ বাবু।

শ্যামল—বলো।

বৃদ্ধ—আমার এই চিঠিখানা একবারটি পড়ে দেবেন? আজ সকাল থেকে এসে পড়ে আছে আমি বাড়ীতে ছিলামনা-তাই। একবার পড়ে দেখুন তো কী লিখছে। টাকা পয়সাই বা কবে পাঠাবে?

শ্যামল—তোমার ছেলের চিঠি বুঝি?

বৃদ্ধ:—হ্যাঁ বাবু আমার ছেলের চিঠি। পাবনা জেলায় নতুন রেল বসবে, সেখানে মাটি কাটতে গেছে আজ দু মাস। আমার তো আর কেউ নেই। ওই একটা ছেলে রেখেই

আমার পরিবার মারা যায়। দেখুনতো বাবু কী লিখছে! টাকা পয়সা না পাঠালে আমি যে খেতে পাচ্ছিনা।

[শ্যামলের হাতে চিঠি দিল। পড়িতে পড়িতে শ্যামলের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। সে একবার অজিতের মুখের দিকে চাহিল, তারপর আবার পড়িল। তারপর বলিল]

শ্যামল—ছেলে তো তোমার বেশ ভালই আছে লিখেছে।

বৃদ্ধ—ভাল আছে তো? টাকা পয়সার কথা কিছু লিখেছে?

শ্যামল—এঁ্যা! টাকা পয়সা? হ্যাঁ, টাকা পয়সা পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই পাঠাবে।

বৃদ্ধ—আঃ—বাঁচলাম। বড় কষ্ট হচ্ছে জানেন বাবু? একখানা খোলার ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি—তাও আজ তিন চার মাস ভাড়া দিতে পারিনি, ঘরে দু একখানা থালা বাসন যা ছিল বাঁধা দিয়ে পেট চালাচ্ছি। জোয়ান ছেলে থাকতে বুড়ো বাপ কষ্ট করবে কেন বলুনতো বাবু? টাকা পাঠাবে লিখেছে?

শ্যামল—হ্যাঁ।

বৃদ্ধ—বাঁচলাম। তাহ'লে আমি দুটি বেলা খেতে পাই, জানেন বাবু?

শ্যামল—তুমি ভাত খাওনা?

বৃদ্ধ—না। মুড়ি, ছাতু এই সব খেয়ে থাকি। সব দিনতো

জোটে না। যেদিন জোটে খাই, না জোটে ঘরে খিল দিয়ে পড়ে থাকি।

অজিত—তুমি কি করতে?

বৃদ্ধ—বয়স কালে চটকলে চাকরী করতাম বাবু। এখন বুড়ো হয়েছি এখন তারাই বা রাখবে কেন?

অজিত—তাতো বটেই।

বৃদ্ধ—টাকা পাঠাবে লিখেছে?

শ্যামল—হ্যাঁ।

বৃদ্ধ—এখন মনে ক'রে একটু তাড়াতাড়ি পাঠায় তাহ'লেই বাঁচি। নইলে আর কত উপোস দেব? বুড়ো বয়সে এটা ওটা খেতে ইচ্ছে করে, উপোস দিতে কি ভাল লাগে?

[চিঠিখানি লইয়া ধীরপদে প্রস্থান করিল]

শ্যামল—উঃ!

অজিত—কী হয়েছে?

শ্যামল—ওই লোকটাকে ভয়ঙ্কর একটা মিথ্যে কথা বলেছি!

অজিত—মানে?

শ্যামল—পায়ে চোট্ লেগে সেপটিক হ'য়ে ছেলেটি হাসপাতালে মারা গেছে। ওই চিঠিতে আছে তার মৃত্যু সংবাদ।

অজিত—কী সর্ব্বনাশ!

শ্যামল—কাল সকালেই হয়ত ও চিঠিটা আর কাউকে পড়াবে, তখন আর জানতে কিছু বাকী থাকবে না ওর। তারপর যে কটা দিন বাঁচবে, বুড়ো রাত্তিরে আর ঘুমোতে পারবেনা। তাই আজকের রাত্রিটা ওকে আমি ঘুমুতে দিলাম।

অজিত—শ্যামল !

শ্যামল—ভাই !

অজিত—তুই কাঁদছিস !

শ্যামল—যেটুকু আমার হাতে আছে, তাই করছি। ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলেনা, তাই কাঁদি।

[সামনের বাড়ীতে হারমোনিয়াম বাজিয়া উঠিল। মোটা গলার গান শোনা গেল]

পান্থরে, তোর চোখে নামলো যে জল —
ওরে চল্-ওরে চল্-ওরে চল্।
অকারণ অশ্রুর নাই সম্বল
ওরে চল্-ওরে-চল্-ওরে চল্।

অজিত—ওদের মাষ্টার গান শেখাতে এসেছে, ৯টা বেজে গেল। চল্! শ্যামল !

শ্যামল যাই !

নেপথ্যে গীত—হত্যায় হাহাকারে পূর্ণ যে ধরণী
বেদনায় বন্ধুর জীবনের সরণী
সঙ্গীতে সংগ্রামে করে টলমল্
ওরে চল্-ওরে-চল্-ওরে চল্ !

শ্যামল—চল্।

অজিত—কী ভাবছিস শ্যামল?

শ্যামল—ভাবছি আমাদের জীবনের রাজপথের কথা। এই একটি মাত্র পথ, যাবার ও আসবার। দলে দলে মানুষ যাবে—দলে দলে মানুষ আসবে। আমরা হাসবো, আমরা কাঁদবো, আমরা গান গাইবো, আমরা চলে যাবো, ফুরিয়ে যাবে আমাদের জীবন, শেষ হ'য়ে যাবে আমাদের স্মৃতি। শুধু ওপরে বসে থাকবেন অতন্দ্র মহাকাল, চিরকাল ধরে জীবন-মৃত্যুর মালা গাঁথতে, আর জেগে থাকবে এই শুষ্ক রুক্ষ কঠিন রাজপথ, যুগ যুগ ধরে মানুষকে নিয়ে আসতে আর নিয়ে যেতে।

নেপথ্যে গীত—হত্যায় হাহাকারে পূর্ণ যে ধরণী
বেদনায় বন্ধুর জীবনের সরণী
সঙ্গীতে সংগ্রামে করে টলমল্
ওরে চল্-ওরে চল্-ওরে চল্!

অজিত—আমি যাই। শুভরাত্রি শ্যামল!

শ্যামল—শুভরাত্রি ভাই!

[অজিত চলিয়া গেলে শ্যামল একাকী সেই পথের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। দেখা গেল তাহার দুই চোখ বাহিয়া অশ্রুর বন্যা নামিয়াছে। গান চলিতে লাগিল]

রাজপথ

গীত

পান্থরে, তোর চোখে নামলো যে জল—

ওরে চল্-ওরে চল্ ওরে চল্ !

অকারণ অশ্রুর নাই সম্বল—

ওরে চল্-ওরে-চল ওরে চল !

[ধীরে ধীরে যবনিকা নামিতে লাগিল

শেষ

ছেলেমেয়েদের একমাত্র সচিত্র মাসিকপত্র

শিখা

গত বৈশাখ মাস থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

—শিখার সাহিত্য বিভাগ—

যাঁরা "শিখা"র জন্যে কলম ধরেছেন—

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীগিরিকুমার বসু
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
শ্রীবুদ্ধদেব বসু
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী
শ্রীইন্দিরা দেবী
শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু
শ্রীরাধারানী দেবী
শ্রীহাসিরাশি দেবী
শ্রীনরেন্দ্র দেব
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীঅখিল নিয়োগী
শ্রীসুনির্ম্মল বসু
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়
শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়
কাজী নজরুল ইসলাম
জসীম উদ্দীন
বন্দে আলী মিয়া
যাদুকর পি, সি, সরকার
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীসুকুমার দে সরকার
শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর
শ্রীযতীন সাহা
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

এঁরা ছাড়া আরো অনেকের লেখা শিখার প্রতি সংখ্যায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়।

তা'ছাড়া প্রত্যেক সংখ্যায় থাকে—গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, জীবনী, উপন্যাস, নাটক, ভাই-বোনদের আসর, দাদার চিঠি, কৌতুক, জেনেরাখো, প্রশ্ন ও উত্তর, খবরা-খবর, ধাঁধা, ভ্রমণ-কাহিণী বিজ্ঞানের গল্প, ইতিহাসের গল্প, হাসির গল্প, পুস্তক সমালোচনা, পরিষ্কার প্রতিযোগিতা, আর মহৎ ব্যাক্তিদের ফটো ও অনেক ছবি।

—শিখার শিল্প বিভাগ—

যাঁরা "শিখা"র জন্যে তুলি ধরেছেন—

শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায, শ্রীযতীন সাহা, শ্রীসমর দে, শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমনমোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুমুখ মিত্র, শ্রীনরেন্দ্র ঘোষ, এঁরা ছাড়া আরো অনেকের ছবি 'শিখা'র প্রতি সংখ্যায থাকে।

প্রতি সংখ্যা—দু'আনা, বার্ষিক সডাক—এক টাকা আট আনা

সম্পাদক- **শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়**

কার্য্যালয়—১০, রামচন্দ্র মৈত্রের লেন।

পোঃ—হাটখোলা কলিকাতা

বিঃ দ্রঃ—নমুনা সংখ্যার জন্যে দশ খানাব এক পযসা ডাক টিকিট পাঠালে আমরা যথা সময়ে শিখা পাঠিয়ে থাকি।